মেহেরপুরে প্রতিবন্ধী ও শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার প্রতিবন্ধী, দরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মাঝে ১৫০টি কম্বল বিতরণ করেছে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মেহেরপুর প্রোগ্রাম।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে আয়োজিত কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মেহেরপুর প্রোগ্রামের প্রশাসক মো. সফিকুল ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন সংস্থাটির মেহেরপুর প্রোগ্রামের অর্থ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান।

অনুষ্ঠানে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মেহেরপুর প্রোগ্রামের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বক্তারা বলেন, শীত মৌসুমে সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো একটি মানবিক কর্তব্য। এ ধরনের উদ্যোগ সমাজে সহমর্মিতা ও সামাজিক মূল্যবোধকে আরও সুদৃঢ় করে।

এদিকে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ধারাবাহিক শীতবস্ত্র কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলার পাশাপাশি গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলায় মোট ৭৫০ জন শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনে সিপিবি প্রার্থী মিজানুর রহমানের

মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মনোনীত ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মোহা. মিজানুর রহমানের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

আজ বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা।

এর আগে দলীয় মনোনয়ন না থাকার কারণ দেখিয়ে সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমানের মনোনয়নপত্র বাতিল করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর।

আপিল নিষ্পত্তির মাধ্যমে মনোনয়ন বৈধ হওয়ায় মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচনী মাঠে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কমিশন বাণিজ্য ও অদৃশ্য ক্ষমতার বলয়ে গণপূর্তে একক নিয়ন্ত্রণ জামালের!

গণপূর্ত বিভাগে (পিডব্লিউডি) মেহেরপুর জেলায় দীর্ঘদিন ধরে প্রভাব খাটানো, কমিশন বাণিজ্য, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, বদলি বাণিজ্য, অনৈতিক সম্পর্ক এবং রহস্যজনক ক্ষমতার জোরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ আঁকড়ে থাকার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে এসডিই জামাল উদ্দীনের বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ঠিকাদারদের ভাষ্য অনুযায়ী, কার্যত পুরো মেহেরপুর জেলা গণপূর্ত বিভাগটি দীর্ঘদিন ধরে তার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।

স্থানীয় ঠিকাদার ও পিডব্লিউডি সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের দাবি, এসডিই জামাল বিভিন্ন সময়ে অন্য ঠিকাদারের নামে কাজ দেখিয়ে

বাস্তবে নিজেই সেই কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের দুলাল (ছদ্মনাম) নামের এক ঠিকাদারের মাধ্যমে এসব অনিয়ম তিনি করে থাকেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাবেক পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি মেহেরপুর জেলা গণপূর্ত বিভাগে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। এমনকি তৎকালীন জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মন্ত্রী থাকা অবস্থায় একবার তার বদলি হলেও, মন্ত্রীর ভাই ঠিকাদার সরফরাজ হোসেন মৃদুল এবং ভগ্নিপতি ঠিকাদার বাবলু বিশ্বাসের সুপারিশে সেই বদলি আদেশ বাতিল হয় বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

জানা গেছে, গাংনী শহরে স্বজনদের নামে তিনি পাঁচতলা ভবনসহ অন্তত দুটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন। সন্ধানী স্কুলের পাশেই অবস্থিত তার একটি পাঁচতলা বাড়ি।

এছাড়া ঠিকাদারদের কাজের বিল উত্তোলনের সময় বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে বিলের পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত আদায় করেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

আরও অভিযোগ রয়েছে, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম পালের দায়িত্বকালীন সময়ে প্রতিবছর এসডিই জামাল তার নিজ ভাগ্নে রাজিবুর রহমান পিন্টুর নামে অফিসিয়াল ভাউচার তৈরি করে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। মেহেরপুর শহরের মতিন হার্ডওয়্যার, কামাল হার্ডওয়্যার ও মিশু ইলেকট্রনিক্সসহ বিভিন্ন দোকান থেকে কম দামে মালামাল কিনে ভাউচারে অতিরিক্ত মূল্য দেখানো হতো বলেও অভিযোগ রয়েছে। এমনকি নিজের ব্যক্তিগত বাড়ির বিভিন্ন সংস্কারকাজের মালামাল কিনে তিনি সরকারি ভাউচারের মাধ্যমে সেই বিল পরিশোধ করেছেন বলেও দপ্তর সংশ্লিষ্টরা প্রতিবেদককে জানিয়েছেন।

পিডব্লিউডির একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, আওয়ামী লীগ আমলে মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক দুই সংসদ সদস্যের সঙ্গে সখ্যতার সূত্রে এবং সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলে এসডি জামাল মেহেরপুরের গণপূর্ত বিভাগে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করেন।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলেও তিনি সম্পূর্ণ ভোল পাল্টে ফেলেছেন বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্টরা। ওই সময় মেহেরপুরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি হলেও অদৃশ্য শক্তির কারণে এসডি জামাল বহাল তবিয়তে থেকে যান। শুধু তাই নয়, বর্তমানে তিনি একাই জেলা গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) এবং সহকারী প্রকৌশলী এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদে একসঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। একটি সরকারি দপ্তরে একই ব্যক্তির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন বিরল ও বিস্ময়কর নজির বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্টরা।
অভিযোগ রয়েছে, নিজ পদের প্রভাব খাটিয়ে জেলা জজ আদালত ও চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন মামলার আসামিদের জামিনের তদবির করতেন তিনি।

আরও বিস্ময়কর তথ্য হলো, গাংনী উপজেলায় স্থায়ী ঠিকানা থাকা সত্ত্বেও তিনি মেহেরপুর জেলা পিডব্লিউডিতে একই কর্মস্থলে টানা ১৪ বছর ধরে কর্মরত রয়েছেন, যা সরকারি চাকরিবিধিকে প্রকাশ্যেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর শামিল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

২৪ সালের ৫ আগস্টের পর নিজ এলাকা গাংনীর লোকজনের নামে পিডব্লিউডির প্রায় ৩৫টি ঠিকাদারি লাইসেন্স করিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। আর অনুসন্ধানে জানা গেছে লাইসেন্সপ্রাপ্তদের মধ্যে মুদি দোকানি ও পান বিক্রেতাও রয়েছেন।

অভিযোগের তালিকায় রয়েছে তার অনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টিও। একই দপ্তরের সাবেক একজন এসও (কামরুজ্জামান) তার বাসভবনে অনুপস্থিত থাকলে সেখানে এসডিই জামাল নিয়মিত যাতায়াত করতেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে এলে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতিসহ অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম পাল অফিসের সকল কর্মচারী কর্মকর্তা দের নিয়ে বৈঠক করে বিষয়টি মীমাংসা করেন বলে জানা গেছে।

এছাড়া ঠিকাদার দুলালের (ছদ্মনাম) মাধ্যমে প্রায়শই পিডব্লিউডির মুজিবনগর গেস্ট হাউসে অবস্থান করে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগও উঠেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী জানান, এই এসডির কারণে এক ঠিকাদারের সংসার ভেঙে গেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই ঠিকাদারের স্ত্রীর সঙ্গে তিনি নিয়মিত ভিডিও কলে যুক্ত থাকতেন।

আরও অভিযোগ রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে বদলি হয়ে নতুন নির্বাহী

প্রকৌশলীরা মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগে যোগদান করলে তাদের চাপে রাখতে গাংনী উপজেলার নির্দিষ্ট কিছু সাংবাদিককে ব্যবহার করতেন তিনি। আবার নিজের পছন্দের ঠিকাদার কাজ না পেলে নামধারী ও ফেসবুক লাইভ ভিত্তিক সাংবাদিকদের কাজের স্পটে পাঠিয়ে চাঁদাবাজি করানোর অভিযোগও রয়েছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত এসডিই জামাল উদ্দিন সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘নতুন লাইসেন্স হলে সরকার রেভিনিউ পায়, সরকারের আয় বাড়ে। নতুন লাইসেন্স হলে তো অসুবিধার কিছু নেই। লাইসেন্স যশোর সার্কেল অফিস থেকে পাস হয়ে আসে। আমি অফিসে বর্তমান পদে মাত্র এক বছর আছি। আগে ছিলাম প্রমোশন পাওয়ার পর ঢাকায় বদলি হয়েছি পরে আবার এখানে এসেছি। এখানে একই পদে দীর্ঘদিন আছি এভাবে এ কথা তো কেউ বলতে পারেনা। ‘

মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রফিকুল হাসান বলেন, ‘সরকারি বিধি অনুযায়ী আমাদের দপ্তরে প্রত্যেক কর্মকর্তা তিন বছর দায়িত্ব পালন করলে বদলি হন। জামাল সাহেব স্থানীয় হওয়ায় হয়তো প্রভাবশালীদের সহযোগিতা পেয়েছেন। তিনি ২০১৩ সাল থেকে একই কর্মস্থলে ছিলেন। ২০২০ সালে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি পান। এরপর থেকে চলতি দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত আরও একটি পদে দায়িত্ব পালন করছেন। আমি অতি সম্প্রতি এখানে যোগদান করেছি, তাই নৈতিকতা সংক্রান্ত অভিযোগ বিষয়ে মন্তব্য করতে পারছি না।’

গণপূর্ত অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফজলুল হক মুঠোফোনে প্রতিবেদককে বলেন, ‘জামাল উদ্দিন দীর্ঘদিন একই কর্মস্থলে থাকায় তার একটি আলাদা প্রভাব তৈরি হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে, এটা সত্য। বর্তমানে নির্বাচনকালীন সময় হওয়ায় তাকে বদলি করা সম্ভব নয়। তবে নির্বাচন শেষে এক মাসের মধ্যেই তাকে অন্যত্র বদলি করা হতে পারে।’

গাংনী উপজেলা তার স্থায়ী ঠিকানা হলেও জামাল উদ্দিন ২০১৪ সালের ১ জুলাই মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগে উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। ২০২০ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত একই স্থানে কর্মরত থাকার পর বদলি আদেশ জারি হলেও তৎকালীন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ভাই ও ভগ্নিপতির সুপারিশে তা বাতিল হয়। পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়ে ২০২১ সাল থেকে অদ্যাবধি তিনি একই কার্যালয়ে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সরকারি ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ড অনুযায়ী, বর্তমানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব তিনিই একাই

পালন করছেন।

মেহেরপুরে শত্রুতামূলক বাড়ন্ত ভুট্টা গাছ কেটে বিনষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনী থানাধীন দিগলকান্দি গুচ্ছ গ্রামের চিনিরদোপ মাঠে শত্রুতামুলক ভুট্টা গাছ কেটে তছরুপাত করেছে দুর্বৃত্তরা।

গত সোমবার ও মঙ্গলবার পরপর দুই রাতে প্রায় এক বিঘা জমির বাড়ন্ত ভুট্টা গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, গুচ্ছ গ্রামের কৃষক শরিফুল ইসলাম ৪০ হাজার টাকায় দুই বিঘা জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করে আসছে। চলতি মৌসুমে ঐ দুই বিঘা জমিতে তিনি ভুট্টার আবাদ করেছেন। ভুট্টা গাছগুলো বর্তমানে বাড়ন্ত অবস্থায় মাঠে দন্ডায়মান আছে। এক দেড় মাসের মধ্যে গাছগুলোতো ফল আসা শুরু করবে।

এরই মাঝে পরপর দুই রাতে শত্রুতামূলক কে বা কারা বিক্ষিপ্ত ভাবে ভুট্টার গাছ কেটে বিনষ্ট করেছে। দরিদ্র পরিবারের তিল তিল করে কষ্টে গড়া ফসলের এমন ক্ষতিতে কান্নায় ভেঙে পড়েন কৃষকের স্ত্রী রিনা খাতুন।

তিনি বলেন, অনেক কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে পরিশ্রমের টাকা দিয়ে তিল তিল করে এই ফসল আবাদ করছি। কিন্তু শত্রুতামূলক কে বা কারা আমার এই ক্ষতি করেছে আমি তাদের বিচার চাই।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক শরিফুল বলেন, এ পর্যন্ত জমিতে আমার প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। কয়েক মাসের মধ্যে ফসল টা তুলতে পারলে ১ লক্ষ টাকার বেচাকেনা হতো এখন আমার সবই দন্ড।

এবিষয়ে তিনি গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মেহেরপুরের কোলাতে ডালিমের মৃত্যু ঘিরে রহস্য

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের কোলা গ্রামে ডালিমের মৃত্যু ঘিরে রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ছোট ভাইয়ের সাথে বাকি বিতণ্ডার এক পর্যায়ে স্ট্রোক করেন। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত গাজিউর রহমান ডালিম (৫৫) ও অভিযুক্ত মুনজা রহমান (৪৫) একই গ্রামের মৃত মিনহাজ উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে দুই সহোদরের মধ্যে জমি ও বাড়ির জায়গা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ চলছিল। ঘটনার দিন ওই বিরোধকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়, যা একপর্যায়ে হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

খবর ছড়িয়ে পড়ে বড় ভাই ডালিমের গলায় থাকা মাফলার ধরে টান দেন ছোট ভাই মুনজা। অপর প্রান্তে মাফলারের অংশ ধরে ছিলেন মুনজার স্ত্রী আনজেরা খাতুন। এতে ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন ডালিম।

পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে থানা সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত মুনজা রহমান ও তার স্ত্রী আনজেরা খাতুন পলাতক রয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্ত কার্যক্রম চালাচ্ছে।

ময়নাতদন্ত না করে নিহত ডালিমের মরদেহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ভুট্টোর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টোর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর ফলে তাকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

আজ বুধ্বার (১৪ জানুয়ারি) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, এর আগে দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলের সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

পরবর্তীতে জুলফিকার আলী ভুট্টো তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য দলের কাছে আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধ্বার (১৪ জানুয়ারি) বিএনপির পক্ষ থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাকে প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে

মাধ্যমিকে জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক দিলারা আফরোজ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ে জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক দিলারা আফরোজ।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি বছর উপজেলা পর্যায়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে গাংনী উপজেলায় শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হন তিনি। পরে জেলার তিনটি উপজেলার নির্বাচিত তিনজন শিক্ষকের মধ্য থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষকতা অভিজ্ঞতা, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন দক্ষতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, আইসিটি জ্ঞান, সহযোগিতামূলক মনোভাব, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নসহ মোট ১২টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিসের নির্ধারিত বিচারক প্যানেল তাকে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচিত করে।

দিলারা আফরোজ বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বারিকের জ্যেষ্ঠ কন্যা। সংসার জীবনে প্রবেশের পরও তিনি অদম্য পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এসএসসি, এইচএসসি, বিএ, এমএ ও বিএড ডিগ্রি অর্জন করেন। পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে চার বোনের পড়াশোনা ও পারিবারিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি একজন দক্ষ অনুষ্ঠান উপস্থাপক। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও জাতীয় দিবসে নিয়মিত অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে তিনি মাস্টার ট্রেইনার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষকতা ও সংসার সামলানোর পাশাপাশি তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে।

সাহিত্যচর্চায়ও রয়েছে তার উল্লেখযোগ্য অবদান। তিনি উপন্যাস ‘দহনের দিন’, কাব্যগ্রন্থ ‘দহনের দিন’, এবং যৌথ কাব্যগ্রন্থ ‘দহনের কাব্য’, ‘বাংলার উদীয়মান কবি’ ও ‘সমকালের কবিকণ্ঠ’ রচনা করেছেন। তার কবিতায় প্রকৃতি ও জীবনবোধের প্রতীকী প্রকাশ লক্ষণীয়।

১৯৭৫ সালের ২৩ অক্টোবর জন্মগ্রহণকারী দিলারা আফরোজ বই পড়া ও সংগ্রহে আগ্রহী। ব্যক্তিগত উদ্যোগে একসময় তিনি নিজ বাড়িতে বয়স্ক ও নিরক্ষর নারীদের বিনামূল্যে স্বাক্ষরজ্ঞান শিক্ষা দিতেন এবং

বই-খাতা সরবরাহ করতেন। করোনাকাল পরবর্তী সময়ে সেই কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও তার সামাজিক অবদান আজও প্রশংসিত।

২০২২ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে গাংনী উপজেলায় তিনি শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী নারী পুরস্কার অর্জন করেন।

ব্যক্তিজীবনে তিনি কৃষি ব্যাংকের উজলপুর শাখার ব্যবস্থাপক মো. আল আমিনের সহধর্মিণী। তিনি দুই কন্যা সন্তানের জননী। বড় মেয়ে ডা. মাহজাবীন শাহীদি ঐশি এমবিবিএস সম্পন্ন করে বর্তমানে খুলনার একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত। ছোট মেয়ে মুবাসসারাহ শাহিদী এশা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিটেকচার বিভাগে অধ্যয়নরত।

মাধ্যমিক পর্যায়ে জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ায় দিলারা আফরোজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জেলার শিক্ষক সমাজসহ বিভিন্ন মহল।

তৃতীয় বারের মতো জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক (কারিগরি) রফিকুল আলম বকুল

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ -২০২৪ এ মেহেরপুর জেলায় কারিগরি শাখায় জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল ।

রফিকুল আলম বকুল একজন দক্ষ স্কাউটার। তিনি স্কাউটস এর রোভার শাখার একজন উডব্যাজার। এছাড়া তিনি মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটস এর সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে করেছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের রোভার স্কাউটস গ্রুপ এর ইউনিট লিডার। তিনি প্রতিষ্ঠানের একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যান্ত জনপ্রিয় এ

শিক্ষক ২০১৯ সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক, ২০২২ সালে সদর উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০২৪ সালেও তিনি উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি কলেজের বিভিন্ন জাতীয় দিবসসহ বিভিন্ন দিবসে একজন ভাল উপস্থাপক হিসেবে ও অনুষ্ঠান সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়া মেহেরপুর প্রতিদিনের আয়োজনে জেলার জনপ্রিয় শিক্ষা বিষয়ক সাপ্তাহিক লাইভ অনুষ্ঠান শিক্ষা ভাবনার একজন উপস্থাপক। তিনি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একজন পরীক্ষক ও নিরীক্ষক।

জাতীয় দিবস ছাড়াও যে কোন অনুষ্ঠানে একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে ও তিনি কাজ করে থাকেন। শিক্ষকতার বাইরে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ও রোভারিং নিয়ে লেখালেখি করে থাকেন। তিনি যৌথভাবে এইচএসসি (বিএম) এর হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ-২ (দ্বিতীয় পত্র) বই রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।

রফিকুল আলম বকুল আইসিটি জ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ। তিনি জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি, বগুড়া থেকে আইসিটির উপর একাধিক কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া তিনি ব্যানবেইস এর অধীনে ও আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। তিনি জাতীয় শিক্ষক বাতায়নের একজন সদস্য। এটুআই আইসিটি ডিভিশনের মাধ্যমে আইসিটির বিভিন্ন অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া তিনি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিশোরের ডাক এর উপদেষ্টা, কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটির উপদেষ্টা। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এপেক্স ক্লাব এর মেহেরপুর জেলা প্রেসিডেন্ট ও ২০২৬ সালের ডিস্ট্রিক্ট -৬ এর গভর্নর। জাতীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বসুন্ধরা শুভ সংঘের মেহেরপুর জেলার সভাপতি তিনি। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এর সংগঠন পিস ফ্যাসিলিটিটর গ্রুপ (পিএসজি) গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । ব্যক্তিগত জীবনে তার ওয়াইফ গাংনীর চৌগাছা পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এক ছেলে ও মেয়ে সন্তানের জনক তিনি। অত্যন্ত দক্ষ ও পরিশ্রমী এ শিক্ষক জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ায় সহকর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তাকে। জনাব রফিকুল আলম বকুল তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, সর্বপ্রথম মহান আল্লাহুর কাছে শুকরিয়া জানান।

এছাড়া তিনি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বাছাই কমিটি এবং জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিসসহ এ কাজের সাথে জড়িত ছিলেন তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানান। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষসহ সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষার্থী এবং পরিবারের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানান তাদের সকলের সার্বিক সহযোগিতার জন্য। পাশাপাশি সকলের দোয়া কামনা করেছেন তিনি। রফিকুল আলম বকুলের প্রথম সন্তান আব্দুল্লাহ আল জামী সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের১০-ম শ্রেনীর শিক্ষার্থী ও কন্যা সন্তান সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৫-ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। অত্র কলেজ থেকে কারিগরি পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন কলেজ অধ্যক্ষ শাহী উদ্দীন ও কারিগরি কলেজ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ফারজানা আক্তার স্নিগ্ধা।

মেহেরপুরের দুটি আসনে নেই নারী প্রার্থী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাকি আর মাত্র এক মাস। নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থী, ভোটার সকলেই অপেক্ষা করছে একটি উৎসবের।

পুরুষ ভোটারদেরও পাশাপাশি নারী ভোটাররাও মুখিয়ে আছেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে।

কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জহুরা তাজউদ্দিন নামের এক নারী আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে ভোট করেছিলেন।

কিন্তু তিনি মেহেরপুরের স্থানীয় ছিলেন না। তিনি ছিলেন জাতীয় নেতা সৈয়দ তাজ উদ্দিন আহমেদের স্ত্রী। এছাড়া ২০১৪ সালের আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সেলিনা আক্তার বাণুকে মেহেরপুর এলাকার সংরক্ষিন নারী সদস্য করা হয়। এর আগে বা পরে আর কোন নারী প্রার্থী সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করেননি।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে ২৪ এর গণঅভ্যুত্থ্যান সৃষ্টি

হয়ে একটি নতুন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় সবক্ষেত্রে বৈষম্যহীন দেশ গড়ার অঙ্গিকার নিয়ে। অথচ দেশের সবচেয়ে বড় একটি নির্বাচনে মেহেরপুরের দুটি আসন থেকে নেই কোনো নারী প্রার্থী। নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার মত কোন নেত্রী কি রাজনৈতিক দলগুলো তৈরি করতে পারেনি, না কি নারীদের পিছনে রেখে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্যে কারণ তার এখনো অজানা নারীদের কাছে।

মেহেরপুরের রাজনীতিতে বর্তমানে বিএনপি ও জামায়াত এ দুটি দল মূল লড়াইয়ে মাঠে রয়েছে। দুটি দলেরই নারী সংগঠণ রয়েছে। যারা দলের জন্য তৃণমূল নারীদের কাছে, ভোটরদের কাছে দলের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক লড়াইয়ে সবক্ষেত্রে নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু প্রার্থীতার ক্ষেত্রে বৈষম্য রাখা হয়েছে।

জেলা নির্বাচন অফিসের তথ্যমতে, জেলার তিন উপজেলায় দুটি সংসদ আসন। সদর ও মুজিবনগর মিলে মেহেরপুর—১ এবং গাংনী উপজেলা নিয়ে মেহেরপুর—২ গঠিত। মেহেরপুর —১ আসনে পুরুষ ভোটার ১৫৭৮৯০, নারী ভোটার ১৫৯০৮২ । মেহেরপুর—২ আসনে পুরুষ ভোটার ১৩৫০৮৭, নারী ভোটার ১৩৫৬১৫ । দুটি আসনেই নারী ভোটার বেশি। নারী ভোটারদের ভোটেই নির্ধারিত হবে প্রার্থীদের ভাগ্য। অথচ নারী ভোটার বেশি হলেও নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা হয়নি এ জেলায়।

এ বিষয়ে কথা হয় নারী উদ্যোক্তা ও সাহিত্যিক সুখী ইসলামের সাথে, তিনি বলেন, ‘পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় অনেকেই মনে করেন রাজনীতি নারীদের জায়গা নয়। একজন নারী রাজনীতিতে এলে তার যোগ্যতার চেয়ে তার ব্যক্তিজীবন, চলাফেরা ও চারিত্রিক বিষয় বেশি আলোচনায় আসে। রাজনীতি মানেই সময়, ঝুঁকি ও সংঘাত। এই বাস্তবতায় অনেকের পরিবার নারীদের রাজনীতিতে আসতে নিরুৎসাহিত করে। এছাড়া অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও নিরাপত্তাহীনতাও রয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনী ব্যয় বহন করা এবং সহিংস পরিবেশ মোকাবিলা করা অনেক নারীর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যেও রয়েছে দলীয় মনোনয়নে বৈষম্য।’

সুখী ইসলাম আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত যাকে ‘জেতার সম্ভাবনাময়’ মনে করে, তাকেই প্রার্থী দেয়। নারী প্রার্থী কম মানে নারীরা অযোগ্য এমনটা কখনোই নয়। সমস্যা হলো আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এখনো নারীদের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। যদি রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় মনোনয়নে নারীদের অগ্রাধিকার দেয় এবং নিরাপদ ও সম্মানজনক রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করে তাহলে তৃণমূল থেকে নারী নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।’

জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সায়েদাতুন নেছা নয়ন বলেন, ‘রাজনীতি হচ্ছে কৌশলগত অবলম্বন ও বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়। সে যায়গা থেকে আমরা নারীরা অনেক পিছিয়ে আছি। এর পাশাপাশি সামাজিক ও সাংসারিক পিছুটানের কারণের নারীরা রাজনীতি অংশ নিতে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছেন। তবে আমার দল এবং আমারা নেতারা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন। আমি আশাবাদি আগামীতে নারী সকল পযর্যায়ের নির্বাচনে সরাসরি অংশ গ্রহণ করবে।’

জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের প্রতি অবিচার করছে। পাঁচ শতাংশ রাজনীতির মাঠ থেকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা থাকলেও দেওয়া হয়েছে পৌষ্য কোটা থেকে। শ্রম, মেধা এবং সংসারের পিছুটান ফেলে এখন অনেক নারীই রাজনীতিতে আসছেন। আমার দলই না কোনদলই নারীদের সেভাবে মূল্যায়ন করছে না। আমার দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান নারীদের নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করছেন শুনেছি, আশা করি আগামীতের নারীরা নেতৃত্বে এগিয়ে আসবে।’

রোমানা আরও বলেন, ‘একজন পুরুষকে যেভাবে সামনে যায়গা করে দেওয়া হয়, নারীদের সেভাবে যায়গা করে দেওয়া হচ্ছে না। বিশেষ করে রাজনীতে নারীদের সাথে বৈষম্য করা হচ্ছে।’

জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন বলেন, ‘মহিলারা যেহেতু মোট জনসংখ্যার অর্ধেক, সে হিসেবে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব গুরত্বপূর্ণ। তাদের জন্য সংসদে সংরক্ষিত আসন আছে তবে এটা বাড়ানো দরকার এবং প্রতিনিধিত্ব করাতে পারলে মহিলাদের অধিকার আদায় সহজ হবে।’

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, ‘শুধু নারী নেতৃত্ব নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক কারণে অন্যান্য জেলার তুলনায় মেহেরপুর সব দিক দিয়েই পিছিয়ে আছি। আস্তে আস্তে সেগুলো আমাদের মেয়েরা কাটিয়ে উঠছে। এখন অনেকেই রাজনীতিতে এগিয়ে আসছে। আমাদের দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা সংস্কারের অন্যতম সংস্কার হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। আমরা সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি।’

মেহেরপুর সরকারি কলেজের উপাধাক্ষ ও গবেষক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘বৈষম্যহীন ও অন্তভুক্তিমূলক সমাজ গড়তে হলে নারীদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যায়গা করে দিতে হবে। আরপিও অনুযায়ী প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ৩০ শতাংশ নারী প্রার্থীকে নেতৃত্ব

করার সুযোগ তৈরি করতে হবে। এছাড়া গণতান্ত্রিক ও ভারসাম্যমূলক সমাজ গঠণ করা যাবে না।’

প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির ৬ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতায় টিকে রয়েছেন। নির্বাচন কমিশনে আপিল করে নতুন করে বৈধ হয়েছেন এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জি. সোহেল রানা।

মেহেরপুরে নির্বাচন ও গণভোটের প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিবিধান প্রতিপালন শীর্ষক সেমিনার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ এর প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিবিধান প্রতিপালন শীর্ষক সেমিনার মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় সেমিনারের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক খাতুনে জান্নাত। সেমিনারে নির্বাচনের বিভিন্ন বিধিবিধান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা. আবদুল্লাহ আল-আমিন, জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু প্রমুখ। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা ও মিডিয়া কর্মীরা অংশ নেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, এবারের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সবাইকে সজাগ থেকে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে

[illegible]